দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 MAR 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ডাকসুর সভাপতি ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান ডাকসুর নেতৃবৃন্দকে গতকাল শপথবাক্য পাঠ করাইবার সময় ছাত্রদল কর্মীরা কালোপতাকা প্রদর্শন করে —ইত্তেফাক

ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠানে কালো পতাকা প্রদর্শন

'সদিচ্ছা থাকিলে গণতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব'

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

গতকাল (সোমবার) ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠানে ভিসি প্রফেসার আবদুল মান্নান বলিয়াছেন, ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রমাণ করিয়াছে গণতন্ত্র কি এবং গণতন্ত্রের ভাষা ও পদ্ধতি কি। তিনি বলেন ডাকসুর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সাফল্য এবং নূতন সামাজিক জীবনের ইঙ্গিত দিয়া প্রমাণ করিয়াছে আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা থাকিলে গণতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। ডাকসুতে গণতন্ত্রের এই বিজয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটাইতে শুরু করিয়াছে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

১২ দৈনিক ইত্তেফাক

ডাকসুর অভিষেক

(১ম পৃঃ পর)

গণতন্ত্রের এই সাফল্য নতুন গতিধারা ও গণতন্ত্রায়নে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দিক নির্দেশনার সৃষ্টি করিয়া জাতীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস, বোমাবাজী মুক্ত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নূতন শক্তি ও সাহস যোগাইবে। বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই অভিষেক অনুষ্ঠানে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা করেন। কবি বেগম সুফিয়া কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ডাকসুর ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল মমিন চৌধুরী, সহ-সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

গতকাল নির্ধারিত সময়ের প্রায় ২ ঘন্টা পরে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে এই অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে ছাত্র দলের একদল কর্মী ভিসির পদত্যাগের দাবীতে কালো পতাকা লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করিলে কিছুক্ষণের জন্য অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। প্রধান অতিথি কবি বেগম সুফিয়া কামালকে সঙ্গে লইয়া ভিসিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা অনুষ্ঠান মঞ্চের দিকে আসার সময় কালো পতাকাধারীরা ভিসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দেয় এবং মঞ্চের সামনে বসিয়া পড়ে। এই সময় ডাকসু'র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কালোপতাকাধারীদের সহিত আলাপ করিয়া ব্যর্থ হন। অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে বিক্ষোভরতদের রাখিয়াই গণসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান ডাকসু নেতৃবৃন্দকে শপথ বাক্যপাঠ করানোর এবং বক্তৃতা দেওয়ার সময় বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কবি বেগম সুফিয়া কামাল বিক্ষোভকারীদের সমালোচনা করিয়া বলেন, দীর্ঘদিন পর শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা মায়েরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছি। ডাকসু নির্বাচনোত্তর-পরবর্তী ঘটনায় ছাত্র মিছিলে হামলার নিন্দা করিয়া তিনি বলেন, ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি চালায়, বোনের উপর হামলা চলে। এই ঘটনা মানিয়া নেওয়া যায় না। অভিষেক অনুষ্ঠানে কালোপতাকা প্রদর্শনকারীদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন, এই ঘটনায় বাংলার মানুষকে অপমান করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানে ডাকসুর সহ-সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ বলেন, ডাকসু নির্বাচনের রায় ছিলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয়, স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিজয়। সুলতান মোহাম্মদ তাহার বক্তৃতায় ৫০, ৬০, ৭০-এর দশকের সংগ্রামী ডাকসুর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার উল্লেখ করিয়া তাহা সমুন্নত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন বলেন, দেশের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ বিপদাপন্ন। তিনি বলেন, দেশে গণতন্ত্র নাই। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিন পর্বে বিভক্ত এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।